আমাদের সময়
নতুন ধারার দৈনিক

চট্টগ্রামে দ্বিতীয় ফ্লাইওভার নির্মাণ শুরু

Site December 18, 2012

___চট্টগ্রাম ব্যুরো__

চট্টগ্রাম শহরে নির্মাণাধীন কদমতলী ফ্লাইওভারের নকশা ● আমাদের সময়

শহরের কদমতলীতে দ্বিতীয় ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই প্রকল্পের ২৮টি ফাইল নির্মাণকাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ফ্লাইওভারটি স্টেশন রোড থেকে কদমতলীর মোড় হয়ে ধনিয়ালাপাড়া সড়কে সংযুক্ত হবে। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৮৮৯.৯১ লাখ টাকা। এখানে সরকারি অনুদান ৫১৮৩.১২ লাখ টাকা। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অর্থায়ন হচ্ছে ৭০৬.৭৯ লাখ টাকা। এই ফ্লাইওভারটির দৈর্ঘ্য হবে ৯৩৭ প্রস্থ ১৫ মিটার। ফ্লাইওভারের উপরে চার লেইনের সড়ক থাকবে। বর্তমানে রেল লাইন ও বাসস্ট্যান্ডের কারণে দীর্ঘ জানজটের সৃষ্টি হয়। ভবিষ্যতে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে এই যানজট আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে দেওয়ানহাট ওভারব্রিজের বিকল্প এবং কদমতলী রেল ও বাস স্টেশন এলাকার যানজট নিরসন করা।

প্রকল্পটির ব্যাপারে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আবদুচ ছালাম জানান, বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরে ৪০ লক্ষাধিক লোকের বসবাস। প্রতি বছর মহানগরীতে ১ লাখ অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে মহানগরীতে একদিকে যানজট যেমন তীব্র হচ্ছে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ জংশনগুলোতে পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (এয়ারপোর্ট, সিইপিজেড, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চট্টগ্রাম বন্দর, কাস্টমস ও পতেঙ্গা সি-বিচের সঙ্গে চট্টগ্রামের উত্তর পূর্বাঞ্চলসহ (নাছিরাবাদ, কালুরঘাট শিল্পাঞ্চল, বিভিন্ন আবাসিক এলাকা) সমগ্র দক্ষিণ চট্টগ্রামের একমাত্র সংযোগ মাধ্যম হল দেওয়ানহাট ওভারব্রিজ।

১৯৭৫ সালে নির্মিত দেওয়ানহাট ওভার ব্রিজ এখন ঝুঁকিপূর্ণ। ব্রিজটি মূলত ৫ টন ওজনের মালপত্র বহনকারী যানবাহন চলাচলের জন্য নির্মিত হলেও এই ব্রিজের ওপর দিয়ে বর্তমানে ৫০-৬০ টন পণ্যবাহী ট্রাক ও কন্টেইনার ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে। এই ব্রিজটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় এবং এখন পর্যন্ত অধিক পণ্যবোঝাই ভারি যানবাহন চলাচল করতে থাকায় যে কোনও সময় ব্রিজটি ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শহরের উত্তরাংশের বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, মোহরা, কালুরঘাট, নাছিরাবাদ শিল্পাঞ্চল ও আবাসিক এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের এয়ারপোর্ট, সিইপিজেড, বন্দর, কাস্টমস এবং এ সংলগ্ন এলাকার জন্য বর্তমানে একটি মাত্র সড়ক রয়েছে। এই সড়কটি সিডিএ এভিনিউ হয়ে শেখ মুজিব রোড দিয়ে সংযুক্ত। ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষাপটে শহরের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য বিকল্প রোড নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় শহরের বহদ্দারহাট জংশন হতে কাপাসগোলা রোড হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা রোড, আন্দরকিল্লা, লালদিঘিরপাড়, কোর্ট রোড, স্টেশন রোড এবং কদমতলী ও পাঠানটুলি হয়ে চৌমুহনীতে শেখ মুজিব রোডের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এ জন্য প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে কয়েকটি সড়ক সম্প্রসারণ ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এই বিকল্প রোড নেটওয়ার্ক কার্যকর করতে নির্মাণাধীন কদমতলী ফ্লাইওভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, শহরের রাস্তাঘাট সম্প্রসারণের আওতায় অক্সিজেন মোড় থেকে প্রবর্তক মোড়, মুরাদপুর মোড় থেকে চকবাজার মোড় এবং আন্দরকিল্লা

মোড় থেকে ফিরিঙ্গীবাজার মোড় পর্যন্ত সড়ক সম্প্রসারণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

গত সংসদ নির্বাচনের পূর্বে মহাজোট নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম শহরের লালদিঘি ময়দানে আয়োজিত বিশাল জনসভায় চট্টগ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে নিজ হাতে দায়িত্ব নেবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তার ওয়াদা রক্ষার্থে সরকার গঠনের পরে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুচ ছালামকে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেন এবং তার মাধ্যমে চট্টগ্রাম উন্নয়নের আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শহরের বহদ্দারহাট মোড় থেকে জিইসি মোড় পর্যন্ত ৫টি ফ্লাইওভার নির্মাণকাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। সে কর্মসূচির আওতায় বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার নির্মাণকাজের ৮০ শতাংশ কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। যদিও সিডিএর সিডিউল বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের কারণে সম্প্রতি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে।

আগামী মার্চ/এপ্রিলের মধ্যে এই ফ্লাইওভার যানবাহন চলাচলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হবে। এর ফলে সমগ্র দক্ষিণ চট্টগ্রাম কক্সবাজার, টেকনাফ ও বান্দরবান জেলাসমূহ থেকে শহরে আসা যানবাহনগুলো নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবে। এখানে দীর্ঘদিনের যানজটের নিরসন হবে এবং জনসাধারণের চলাচল অধিকতর সহজ হবে। চট্টগ্রাম উন্নয়নের আওতায় সিডিএর তত্ত্বাবধান ও সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় দেওয়ানহাট থেকে অলংকার মোড় পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। এই রাস্তার কাজটি সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আসবে। এদিকে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আবদুচ ছালাম আরও জানান, চট্টগ্রামে সড়ক সম্প্রসারণের কাজগুলো সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম শহরের যে কোনও প্রান্ত থেকে যানবাহন ঢুকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কোনও যানজট ছাড়াই বেরিয়ে যেতে পারবে।